অভূতপূর্ব ১৪ নভেম্বর

পাঁচু রায়

৪ নভেম্বর রাতে যখন বাসে চেপে ফিরছি , হেড়িয়ায় শেষ হচ্ছে সি পি এম এর যুব ফেডারেশনের রাজ্য কমিটির ডাকে এক সমাবেশ । অন্তত ১০০টা নানান প্রকারের গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে , যারা ঐ সমাবেশে সিপিএম সমর্থকদের বহন করে নিয়ে এসেছে পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর , হাওড়া , হুগলী, ২৪ পরগণা , কলকাতা -- সব জায়গা থেকে । বাসে বসেই শুনেছিলাম লক্ষন শেঠের আক্রমণাত্মক ভাষণ -- যার যা আছে তাই নিয়ে ঝাপিয়ে পড় ! এটা ৪ তারিখের ঘটনা । তখনও আমরা 'সানরাইজ নন্দীগ্রাম' --এর কোনও আঁচ পাইনি । কিন্তু তার আগেই রাইটার্সের অলিন্দে সিপিএম নেতা বুদ্ধবাবু ঘোষণা করেছেন , নন্দীগ্রামে মাওবাদীদের তত্ত্ব , যাবতীয় প্রতিহিংসার বলিরেখায় লাঞ্ছিত মুখমন্ডল থেকে এপিডিআর ও বন্দীমুক্তি কমিটির প্রতি বিষেদগার এবং সিআরপিএফ আনার কেন্দ্র-রাজ্য ছক । সেইদিনই সন্ধ্যেবেলা ক্যারিকেচারিস্ট বিমান আলিমুদ্দিনে জানালেন , মাওবাদিদের আটকাতে কোস্টাল গার্ডের তত্ত্ব । মজা হল , ঘটনাটা কি ঘটতে যাচ্ছে তা আমরা তখনও বুঝি নি । ৫ তারিখ যুগপৎ দু'টি ঘটনা ঘটে । এক , মেদিনীপুর সংলগ্ন একটি স্থানের এক জনসভায় বুদ্ধবাবু জানালেন , বিরোধীদের জন্য নন্দীগ্রামে কেমিকাল হাব করা যায় নি ! (এতকাল বলেছেন , নন্দীগ্রামের জনগন চায়নি বলে হয় নি ।) দুই , কেন্দ্রীয় সরকার জানাল , যে নন্দীগ্রামে সিআরপি এখন পাঠানো যাবে না ।

এই দুই ঘোষণা মোতাবেক কাজ শুরু হয়ে গেল ৬ তারিখ থেকে । যারা বলেছেন সি আর পি আসেনি বলেই সিপিএম ক্রিমিনালরা চারদিক ঘিরে হামলা শুরু করল , তাদের সঙ্গে আমি একমত নই । এখন বুঝতে পারছি ঐ ৪ তারিখেই অস্ত্র , গোলাগুলি এবং ঐসব চালাবার লোকজন এসেছিল । যদিও ঐ একদিনেই সব অস্ত্র বা সব লোক হয় নি বা আনা যায় না । সি আর পি আসবে না জানার সঙ্গে সঙ্গে অমন চারদিক থেকে পরিকল্পিত ও প্রশিক্ষিত আক্রমণ করা যায় না । সবটাই পূর্বপরিকল্পিত । চারদিকে অস্ত্র একদিনে আনা হয় নি । পর্যাপ্ত গোলা বারুদও একদিনে আসে না । পুলিশকে নিষ্ক্রিয় রাখার ছকও একদিনে হয় নি । ভূমি উচ্ছেদ প্রতিরোধ কমিটির জাগ্রত প্রতিরোধ কার্যত 'নাই' হয়ে যাওয়াটাও হঠাৎই ঘটে নি । সমঝোতা হয়েছিল কেন্দ্রের সঙ্গে বুদ্ধ অ্যান্ড কোম্পানীর - ৫ তারিখ না পাঠিয়ে , দখল হয়ে যাওয়ার পর , রবিবারে সি আর পি পাঠানোর ব্যাপারে । সাজিয়ে গুছিয়ে এক ভয়ানক পরিকল্পনা মাফিক এই সন্ত্রাস । বস্তুত সংসদীয় নোংরা রাজনীতির বলির পাঠা আর একবার

হতে হল গরীব মানুষদের - নন্দীগ্রামের গরীব মানুষদের ! এরপর হয়তো দেখব নন্দীগ্রামের মানুষ 'স্বেচ্ছায়' জমি দিচ্ছেন কেমিকাল হাব গড়ার জন্য ! কেননা , ভারতের পরিবেশ ও বনমন্ত্রকের বক্তব্য অনুযায়ী নয়াচরে কেমিকাল হাব কেন , কোনও ধরনের শিল্প স্থাপনই অসম্ভব, ওটা ওখানে , মন্ত্রকের ভাষায় , prohibitory activity । নন্দীগ্রামেই 'রাসায়নিক' সন্ত্রাস চালাতে হবে এই সরকারকে হয়তো অবশেষে ।

'অপারেশন সানশাইন নন্দীগ্রাম' শেষ হওয়ার দু'দিন পর ১৩ নভেম্বর স্বরাষ্ট্রসচিব প্রসাদরঞ্জন রায় সাংবাদিকদের বললেন , নন্দীগ্রামে মাওবাদীদের কোনও অস্তিত্ব পাওয়া যায় নি । যদিও এরপর কোথা থেকে বেলিংহ্যাম কারখানার শেডে একটা ল্যান্ডমাইন আর একটা রাইফেল উদ্ধার হয়েছে এবং যথারীতি তা মাওবাদীদের ঘাড়ে চাপানো হয়েছে । সাগরদ্বীপ থেকে যে ৩ জনকে ধরেছে পুলিশ , তারা খোদ সোনাচূড়ার বাসিন্দা এবং তাদের কাছে কোনও অস্ত্র পাওয়া যায় নি । তবে 'পাওয়া' যাবে না এমন কোনও কথা নেই । কি করে 'পাওয়া' যায় সে গল্প এখন রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের নানা মুখ ও মুখোশ দেখার পর নেহাতই এক শিশুপাঠ্য বিষয় । এসব দেখেশুনে জার্মানীর রাইখস্টাগ জ্বালিয়ে দেওয়ার দায় কমিউনিস্টদের ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া গল্পটা মনে পড়েছে । আমি বলছি না 'মাওবাদী'রাই এখানে সাচ্চা কমিউনিস্ট । কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের সিপিএম নামক সোশ্যাল ডেমোক্রাট দলটি যে জার্মানীর নাজি তথা হিটলার-তন্ত্রের উত্তরসূরী তাতে বোধ করি পশ্চিমবঙ্গীয় নাজি সিপিএম এবং তাদের কোনও অনুচরই আপত্তি করবেন না । সংবাদ মাধ্যমের প্রতি মহামান্য নাজিবুদ্ধের আচরণ আমাদের বোঝাতে চাইছে অনতিবিলম্বে আমাদের সকলকে সিপিএম সমীপবর্তী হলে 'হাইল বুদ্ধ' বলে হাত তুলতে হবে । মহামানব সুভাষ তার ইতিপূর্বের 'ক্রীতকর্ম' -এর প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ 'বাবু যত বলে পারিষদ জনে বলে তার শতগুণ' নীতি অনুসরণ করে প্রতিবাদী শিল্পী সাহিত্যিকদের সাগরে নিক্ষেপ করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন । এই সাগরে ফেলে দেওয়া টেওয়ার ব্যাপারে ওর এক পূর্বসূরী ছিলেন । তার নাম বরকত গনি খান চৌধুরী । এবিষয় নিয়ে আর বেশী এগোলে আমার কলম ও কালি অপমানিত বোধ করতে পারে ।

আমরা আলোচনা দীর্ঘায়িত করব না । কিন্তু একটি ব্যাপার ধরিয়ে দিতে চাই । সেটি রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে জনগণের সামগ্রিক উদ্যোগ উন্মুক্ত হওয়ার ব্যাপার । এটি যে কত জরুরী তা আমদের ধরিয়ে দিয়েছে নন্দীগ্রামে , সিঙ্গুরে, রিজওয়ানুর হত্যাকান্ডের বিরুদ্ধে , রেশন ডিলারদের বিরুদ্ধে এবং নন্দীগ্রামের অসহনীয় ও অদৃষ্টপূর্ব সন্ত্রাসের পর কলকাতার বুকে ১৪ নভেম্বরে মিছিলে সামিল হওয়া মানুষ । এই সব কটি ক্ষেত্রে পার্টি-নিয়ন্ত্রন নিরপেক্ষ মানুষের জাগরণ ,

ঘটেছে এবং শাসকদের ঘুম কেড়ে নিয়েছে । শ্বেতশুভ্রের 'ভদ্রতা'র মুখোশ খান খান হয়ে ভেঙ্গে পড়েছে ক্রমে ক্রমে । 'আপনাদের প্রচার বন্ধ করে দিতে পারি', 'ছুঁচো মেরে হাত গন্ধ করবো না' , 'আপনারা ছাই ভস্ম লিখলে আমার কিছু যায় আসে না' 'আস্তে কথা বলুন আস্তে' 'পেইড ব্যাক (ইন) দেয়ার ওন কয়েনস'- জাতীয় উদ্ধত দুর্বিনীত আস্ফালন আসলে একজন মানুষের বা তিনি যে দলের প্রতিনিধিত্ব করেন সেই দলের দেওয়ালে পিঠ ঠেকে যাওয়া অবস্থারই প্রতিফলন । এটা তখনই ঘটে যখন চারপাশ থেকে আন্দোলনের চাপ তাকে ঘিরে ধরে ।

অন্যদিকে এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদী মানুষের ভিড়ের উল্লেখ্যযোগ্য ও গুণগত পরিবর্তন ঘটেছে । যে পরিবর্তনের অসাধারণ প্রতিফলন ঘটছে ১৪ নভেম্বর । আমার মনে হয় , বিভিন্ন পার্টি প্রভাবিত যে নানা ধরণের ফ্রন্ট আছে বা NGO অথবা অন্যান্য সরাসরি পার্টি নিয়ন্ত্রণ মুক্ত যে সব ফ্রন্ট আছে তারা যৌথ উদ্যোগ নিলেও (যা নিছক কবির কল্পনা মাত্র) নন্দীগ্রামে জানুয়ারি মাসে যে জনজোয়ার ঘটেছিল তা ঘটানো যেত না , বা রিজওয়ানুর হত্যাকান্ডের বিরুদ্ধে ঈদের সকালে 'অরাজনৈতিক' মানুষের যে ঢল নেমেছিল তা হওয়া ছিল অসম্ভব অথবা রেশন ডিলারদের তথা সিপিএম নিয়ন্ত্রিত পঞ্চায়েৎ-তন্ত্রের অমানবিকতার বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের যে জনরোষ তা কিছুতেই হ'ত না । এটা একটা স্বতঃস্ফূর্ত জাগরণ। আর '১৪ নভেম্বর' যে প্রবল প্রতাপান্বিত নাজি সিপিএম দ্বারাও সম্ভব নয় তার হাতে গরম প্রমাণ মিলল পরদিনই ১৫ নভেম্বর গোষ্ঠগোপালের মূর্তি থেকে গান্ধী মূর্তি পর্যন্ত 'বিদ্বজন' সমাবেশ । ১৪ নভেম্বরের জমায়েত পশ্চিমবাংলায় ইতিপূর্বে ঘটে নি , ভবিষ্যতে আর ঘটবে কিনা জানি না । এই জমায়েত নতুন যুগের সূচনা ঘটাতে পারে । সেই সঙ্গে এটাও ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতার প্রেক্ষিতে মনে রাখতে হবে যে পার্টি বহির্ভূত গণতান্ত্রিক মানুষজন (non party democrates) রাষ্ট্র বিরোধী সংগ্রামের সহায়ক শক্তি হতে পারেন , নিয়ামকও হতে পারেন , কিন্তু কখনই নিয়ন্ত্রক হতে পারেন না । পোলান্ডের সলিডারিটি মুভমেন্টের পেছেন মদত ছিল রেজিমেন্টেড ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের । রেজিমেন্টেড রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে লড়তে গেলে রেজিমেন্টেড একটা সংগঠন অপরিহার্য । সে দায়িত্ব এই অবস্থায় কোনও একটা পার্টি নেবে বা অনেকগুলো পার্টি মিলে গড়ে ওঠা কোনও ফ্রন্ট নেবে তা বলা এখনই সম্ভব নয় ।

শহর , শহরতলী এবং গ্রামের এই মানুষ - অধ্যক্ষ অধ্যাপক থেকে সাধারণ ছাত্র , কবি কথাশিল্পী প্রাবন্ধিক চিত্রশিল্পী আলোকচিত্রী গানের নাচের সিনেমার নাটকের থিয়েটারের শিল্পী পরিচালক থেকে সাধারণ পাঠক শ্রোতা দর্শক

সমালোচক - লিটল্ ম্যাগাজিন থেকে মেগা ম্যাগাজিনের কর্মীরা পাঠকেরা -- মার্কসবাদের লেনিনবাদের মাওবাদের সমর্থক থেকে গান্ধীবাদের সমর্থক -- কিশোর থেকে বৃদ্ধ এই যে বিভিন্ন স্তরের মানুষ গত ৩০ বছরের শীতল সন্ত্রাসের অবরোধ ভেঙ্গে রাস্তায় নেমেছেন তাদের রাস্তা কতটা মসৃণ থাকবে তা আমরা জানি না , কিন্তু এটা বুঝি যে , রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস বিরোধী সচেতন মানুষ ও সংগঠনের দায় ও দায়িত্ব সবচেয়ে বেশী । এই দায় ও দায়িত্বের সঙ্গে জড়িয়ে আছে তাদেরই বেঁচে থাকার টিকে থাকার প্রশ্ন । যদিও জার্মান কবি নাট্যকার আর্নস্ট টলারকে উদ্ধৃত করে বলতে পারি, গা বাঁচিয়ে যারা চলেন তাদের পক্ষেও এটা টিকে থাকার প্রশ্ন ।

When they came for the Jews I didn't protest , I am not a Jew ,
When they came for the communists I didn't protest , I am not a communist .
When they came for the Catholics I didn't protest , I am not a Catholic .....
When they came for me nobody protested , there was nobody to protest.

কিন্তু সচেতন সংগঠনের ক্ষেত্রে বিষয়টার দুটো দিক লক্ষ্যণীয় । এক , এমন লোক আছেন যারা রাজনৈতিক কিন্তু এই জাতীয় মিশন বা রাজনীতি গতভাবে 'গোলা' লোকদের সঙ্গে চললে নিজেদের 'মহার্ঘ সূচিতা' নষ্ট হবে বলে মনে করেন এবং এতদ্বারা গা বাঁচিয়ে বা পালিয়ে চলেন । দুই , আর একদল 'সচেতন সংগঠন' এর লোকজন কত তাড়াতাড়ি নিজেদের প্রোগ্রাম এইসব পার্টি নিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক মানুষদের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে নিজেদের ঢ্যাক বাজাবে তার জন্য মুখিয়ে থাকে । এই দুই প্রবণতাই এই ব্যাপক এবং বিভিন্ন স্তরের মানুষদের ধরে রাখার পক্ষে বিপুল অন্তরায় । তার মানে এই নয় , যে কোনও মূল্যে এই ঐক্যকে টিকিয়ে রাখতে হবে । আবার এটাও মনে রাখতে হবে যে , আমাদেরই অবিমৃষ্যকারিতার কারনে নাজিবুদ্ধরা যে মাইলেজ পেয়ে না যায় । পরিশেষে শিল্পী সাহিত্যিক এবং অন্যান্য সাংস্কৃতিক কর্মীদের প্রসঙ্গে একটি কথা বলা দরকার । বুদ্ধ ভট্টাচর্য ক্ষমতায় আসার পর সমাজের এই অংশের লোকজন লাইন দিয়ে সরকারী স্রোতে সামিল হয়েছিলেন । আবার আজকের সাংস্কৃতিক চাহিদাই তাঁদের একটি অংশকে সেই স্রোত থেকে বিযুক্ত করেছে । তাঁরা ক্রমে ক্রমে নাজি সিপিএম চালিত রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে নানাভাবে রাস্তায় নামছেন । তাঁরা পুরোনো হুকুমৎ ছিন্ন করেছেন । কিন্তু কোনও নতুন হুকুমৎ মেনে এই কাজ করছেন সেটাও ঠিক নয় । এ নিয়ে যারা কটাক্ষ করছেন (কোনও কোনও ক্ষেত্রে শালীনতার সীমা তছনছ করে) , আস্তিক হ'লে বলতাম , ঈশ্বর ওদের সুমতি দিন । আর একজন নাস্তিক হিসাবে বলব , দাসত্বশৃঙ্খলমুক্ত হয়ে সরকারী দালানের বাইরে এসে স্বাধীন চিন্তা করার অবকাশ যত দ্রুত ওদের মননে রচিত হয় ততই গণআন্দোলনের পক্ষে তো বটেই রাষ্ট্রের ছাতার তলায় 'নিরাপদে' বসবাসকারীদের পক্ষেও ভাল ।